পৃথিবী-গীতা

পৃথিবী-গীতা।

মৈত্রেয় পৃথিবী-গীতা শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান্।
যানাহ ধর্ম্মধ্বজিনে জনকায়াসিতো মুনিঃ ॥ ১॥

পৃথিব্যুবাচ।

কথমেব নরেন্দ্রাণাং মোহো বুদ্ধিমতামপি।
যেন কেন সধর্ম্মাণোঽপ্যতিবিশ্বস্তচেতসঃ ॥ ২ ॥
পূর্ব্বমাত্মজয়ং কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিণঃ।
ততো ভৃত্যাংশ্চ পৌরাংশ্চ জিগীষন্তে তথা রিপূন্ ॥ ৩ ॥
ক্রমেণানেন জেষ্যামো বয়ং পৃথ্বীং সসাগরাম্।
ইত্যাসক্তধিয়ো মৃত্যুং ন পশ্যন্ত্যবিদূরগম্ ॥ ৪ ॥
সমুদ্রাবরণং যাতি মন্মণ্ডলমথো বশম্।
কিয়দাত্মজয়াদেতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্ ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয়! এ স্থলে পৃথিবীগীতার কয়েকটি শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি অসিত ধর্ম্মপরায়ণ জনকের নিকট এই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥১॥

পৃথিবী কহিলেন, রাজগণ বুদ্ধিমান্ হইয়াও কি জন্য ঈদৃশ মোহে অভিভূত হন যে, তাঁহারা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণধ্বংসী হইয়াও আপনাদিগকে চির-জীবীর ন্যায় বিশ্বাস করেন? ২ ॥

তাঁহারা প্রথমতঃ আত্মজয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। পরে ক্রমশঃ ভৃত্যগণকে ও পরিশেষে শত্রুগণকে জয় করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, আমরা এই রীতিতে ক্রমে ক্রমে সসাগরা বসুন্ধরা পরাজয় করিব। তাঁহাদের অন্তঃকরণ নিরন্তর এইরূপ চিন্তায় আসক্ত থাকাতে জানিতে পারেন না যে, মৃত্যু তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ॥ ৪ ॥

আত্মজয় হইতে যদি ক্রমশঃ সমুদ্রাবরণা পৃথিবী বশতাপন্ন হয়, তাহা হইলে ত ইহা সামান্য ফললাভ হইল, কারণ, আত্মজয়ের অপর ফল পরম-পুরুষার্থ মুক্তি। যোগীর ন্যায় আত্মজয় করিয়া অনিত্য বিষয়স্পৃহা থাকিতে আত্মজয়ের প্রাধান ফল পরমপুরুষার্থ মুক্তিতে বঞ্চিত হওয়া সামান্য নির্ব্বো-ধের কর্ম্ম নহে ॥ ৫ ॥

উৎসৃজ্য পূর্ব্বজা যাতা যাং নাদায় গতঃ পিতা।
তাং মমেতি বিমূঢ়ত্বাৎ জেতুমিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ॥ ৬॥
মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চাপি বিগ্রহাঃ।
জায়ন্তেঽত্যন্তমোহেন মমতাধৃতচেতসাম্॥ ৭॥
পৃথ্বী মমেয়ং সকলা মমৈষা, মমান্বয়স্যাপি চ শাশ্বতেয়ম্।
যো যো মৃতো হত্র বভূব রাজা, কুবুদ্ধিরাসীদিতি তস্য তস্য॥ ৮॥
দৃষ্ট্বা মমত্বাধৃতচিত্তমেকং, বিহায় মাং মৃত্যুপথং ব্রজন্তম্।
তস্যান্বয়স্থস্য কথং মমত্বং, হৃদ্যাস্পদং মৎপ্রভবং করোতি॥ ৯॥
পৃথ্বী মমৈষাশু পরিত্যজৈনাং, বদন্তি যে দূতমুখৈঃ স্বশত্রুম্।
নরাধিপাস্তেষু মমাতিহাসঃ, পুনশ্চ মূঢ়েষু দয়াভ্যুপৈতি॥ ১০॥
পরাশর উবাচ।—ইত্যেতে ধরণীগীতাশ্লোকা মৈত্রেয় যৈঃ শ্রুতৈঃ।
মমত্বং বিলয়ং যাতি তাপন্নস্তং যথা হিমম্॥ ১১॥

পূর্ব্বপুরুষগণ যে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পিতাও যাহা লইয়া যাইতে সমর্থ হন নাই, রাজগণ মূঢ়তা হেতু সেই পৃথিবীকেই জয় করিতে ইচ্ছা করেন ও 'আমার আমার' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন।৬॥

আমার অর্থাৎ এই পৃথিবীর নিমিত্ত পিতার সহিত, পুত্রের সহিত ও ভ্রাতৃগণের সহিত মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার কারণ সাতিশয় মোহ ও মমতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না॥ ৭॥

যে যে রাজা এই পৃথিবীতে কিছু কাল রাজ্যভোগ করিয়া পশ্চাৎ কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল যে,এই পৃথিবী আমারই অধিকৃত, ইহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই এবং ইহা আমারই বংশীয়দিগের হস্তে স্থিরতররূপে নিহিত থাকিবে॥ ৮॥

এক ব্যক্তি আমার জন্য মমতাকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া পশ্চাৎ আমাকে (পৃথিবীকে) পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে,ইহা দেখিয়াও তদ্বংশীয় অপর ব্যক্তির হৃদয়ে অস্মৎসম্বন্ধীয় মমতা কি প্রকারে স্থান প্রাপ্ত হয়,বুঝিতে পারি না॥ ৯

যে সকল মূঢ় ভূপতি দূতমুখ দ্বারা বিপক্ষ ভূপতিকে এই কথা বলে যে, এই পৃথিবী আমারই অধিকৃত, তুমি শীঘ্র ইহা পরিত্যাগ কর, তাহাদের কথায় আমার হাস্যের উদয় এবং তাহাদের প্রতি দয়াও উদিত হইয়া থাকে॥ ১০॥

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! এই ধরণীগীতার শ্লোক শ্রবণ করিলে উষ্ণ বস্তুর উপর নিহিত হিমের ন্যায় সমুদায় মমতা দূর হইয়া যায়॥ ১১॥

ইতি পৃথিবীগীতা সমাপ্তা॥